দৈনিক খবর

তারিখ 18 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনা

মাধবপুর শিক্ষা অফিসে দুর্নীতি ঃ তদন্ত প্রয়োজন

হবিগঞ্জ, ১৬ই সেপ্টেম্বর (জেলা প্রতিনিধি)।– মাধবপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসে একজন সহকারী শিক্ষককে এক মাসে ১০ হাজার টাকা বেতন ও তিনজন প্রধান শিক্ষককে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখিয়ে প্রচলিত বিধি বহির্ভূত উপায়ে প্রায় ৬৮ হাজার টাকা বর্ধিত বেতন দেয়া হয়েছে।

জানা যায় যে, এ উপজেলার গঙ্গানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাখেশ চন্দ্র বণিককে গত বছরের নভেম্বর মাসের বেতন বিলে ১০ হাজার টাকা বেতন দেয়া হয়েছে। অপরদিকে দু'জন প্রধান শিক্ষককে স্নাতক ডিগ্রী ও একজন শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের জন্য ৬৭ হাজার ৭শ' ৮৬ টাকা বর্ধিত বেতন দেয়া হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের আবদুল হামিদ ও মোশারফ হোসেনের যোগসাজশে সহজ-সরল দরিদ্র শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে অর্থ প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষকদের নামে অবৈধ পথে বরাদ্দের অর্থের একটা সিংহভাগ নিজেরাই হাতিয়ে নিচ্ছেন। পরে কোন এক সময় অবৈধ পথে নেয়া অর্থের ঘটনা ধরা পড়লে দরিদ্র শিক্ষকদের কাছ থেকে এককালীন আদায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রলোভনকারী অপকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করণিকরা সকল ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। এদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল অপকর্মের সাথে কর্মকর্তা জড়িত থাকার কারণে এরাও উৎসাহিত হয়। অবৈধভাবে যে সকল শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন দেয়া হয়েছে তারা কখনও উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভাগীয় অনুমতি নেয়নি। শিক্ষকরা হচ্ছেন সৈয়দ আঃ মোনায়েম, হীরা মিয়া ও নজির আহমদ। অপরদিকে অফিসের করণিকদ্বয় এমএলএসএস মস্তোফা আহমদ শাহের মাধ্যমে শতকরা ৫ টাকা হার সুদে অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের মাস শেষের আগেই নিজেদের পকেট থেকে অগ্রিম বেতন দিয়ে অলিখিত ব্যাংকের চেকে শিক্ষকের স্বাক্ষর রেখে দেয়া হয়। দশ হাজার টাকা বেতন দেয়ার ক্ষেত্রেও অলিখিত ও স্বাক্ষরিত শিক্ষকের চেক দিয়ে সোনালী ব্যাংক মাধবপুর শাখা থেকে ৯ হাজার ৯শ' টাকা উঠিয়ে আত্মসাত করা হয়েছে।

অভিজ্ঞমহলের মতে এ উপজেলার শিক্ষকদের চাকরি বহি ও বিভিন্ন বিল রি-অডিট করানো হলে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়বে।